২৭শে মার্চ ২০২৩
বিশ্ব নাট্য দিবস -এর বার্তা

বার্তা রচয়িতা ঃ সমিহা আইয়ুব
অভিনেত্রী, মিশর

মূল রচনা ঃ আরবি

বিশ্বব্যাপী আমার বন্ধু সব নাট্যশিল্পীদের প্রতি,

বিশ্ব নাট্য দিবসে এই বার্তা লিখছি আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে, এবং আপনাদের কিছু বলতে পারার খুশীতে যতটা উচ্ছাস আমি অনুভব করছি, আমার অস্তিত্বের প্রতিটি তন্ত্রী ঐসব ভার সহ্য করতে করতে প্রকম্পিত থেকে যায় যা ভোগ করি আমরা সবাই - নাট্য এবং অন্যত্রচারী শিল্পীরা - পৃথিবীর আজকের অবস্থায় নিষ্পেষণের চাপ আর খাদমিশ্রিত অনুভূতি যেগুলির উৎসস্থল । দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে তৈরী হওয়া যে অবস্থায় আমাদের পৃথিবী আজ চলেছে তার একটি সরাসরি ফলশ্রুতি হল অস্থিরতা, যা শুধুমাত্র আমাদের বাহ্যজগতেই নয়, ধ্বংসের প্রভাব ফেলেছে আমাদের অধিচেতনার জগতে আর মনস্তাত্ত্বিক শান্তিতে ।

আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি আজকের দিনে, যখন আমি অনুভব করছি যে সম্পূর্ণ পৃথিবীটা অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো হয়ে গিয়েছে, অথবা এক কুয়াশাচ্ছন্ন দিগন্তের প্রেক্ষাপটে যেন অনেকগুলি জাহাজ পালিয়ে যাচ্ছে, অবদৃশ্যমান দিগন্তে দিকসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে প্রত্যেকটিই চলছে দিশাহীন গতিপথে পাল ফুলিয়ে, আর সে অবস্থাতেও চালিয়ে যাচ্ছে বিরামহীন যাত্রা, বিক্ষুব্ধ সাগরে দীর্ঘ পরিক্রমার শেষে কোন এক অভীষ্ট নিরাপদ পোতাশ্রয়ে পৌঁছার আশায় ।

আমাদের পৃথিবীতে আজকের মত একে অপরের সঙ্গে এত নিকট যোগাযোগ আগে কখনো ছিল না, কিন্তু একই সঙ্গে, একে অপরের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা পড়ার এমন অপারগতা এবং দূরত্বও আগে কখনো ছিল না । এটাই হল সেই আপাতবিরোধী নাটকীয় সংলাপ যা আমাদের সমসাময়িক পৃথিবী আমাদের উপর আরোপ করেছে । সংবাদের সম্প্রচার আর আধুনিক সংযোগ ব্যবস্থার সমন্বিত একমুখীনতা, যা ভৌগলিক সীমার সব বাধা ভেঙে দিয়েছে, এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সবাই এটাও প্রত্যক্ষ করছি, এ বিশ্ব যে দ্বন্দ্ব এবং চাপের সম্মুখীন হচ্ছে তা যুক্তিগ্রাহ্যতার সীমা অতিক্রম করে গেছে, এই আপাত একমুখীনতার ভেতরে এক মৌলিক বহুমুখী বিচ্যুতি কাজ করে যা মানবতার সরলতম রূপের শুদ্ধ সৌরভ থেকে আমাদের দূরে ঠেলে দেয় ।

যে নাটকে সমাহিত থাকে তার আদি অকৃত্রিম সৌরভ, সম্পূর্ণভাবে তা একটি মানবিক ক্রিয়া যার ভিত্তি মানবতার শুদ্ধ সৌরভ, যা হল জীবন । মহান পথিকৃৎ কনস্তান্তিন স্তানিস্লাভস্কির কথায়, "কাদামাখা পায়ে কখনো থিয়েটারে প্রবেশ করবে না । তোমার ধূলো ময়লা যত ছেড়ে রাখো বাইরে । তোমার ছোট ছোট দুশ্চিন্তা, ঝগড়াঝাঁটি, পাতি সমস্যা এগুলো চাপা দিয়ে রেখে দাও বাইরের কাপড়ের সঙ্গে - যাবতীয় বিষয়আশয় যা ছারখার করে দেয় তোমার জীবন আর তোমার মনোযোগ সরিয়ে দেয় তোমার শিল্পের থেকে - সব দরজার বাইরে ।" আমরা যখন মঞ্চে উঠি, একটি মানুষের জন্য বরাদ্দ একটি মাত্র জীবন সঙ্গে নিয়ে উঠি, কিন্তু ঐ জীবনটির থাকে এক অসামান্য ক্ষমতা নিজেকে ভেঙে আরও অনেকগুলি জীবনের জন্ম দেবার, যা আমরা ছড়িয়ে দিই এই পৃথিবীতে, যেখানে তারা জন্ম নেয়, বেড়ে ওঠে এবং তাদের সৌরভ ছড়িয়ে দেয় অন্যান্যদের মধ্যে ।

নাটকের জগতে আমরা যা কিছু করি একেকজন নাট্যকার, নির্দেশক, অভিনেতা, দৃশ্যনির্মাতা, কবি, সঙ্গীতকার, নৃত্যনির্মাতা অথবা যন্ত্রসঞ্চালক হিসেবে, ব্যবধানহীনভাবে আমরা সবাই যে কাজটি করি তা হল এমন একটি জীবন সৃষ্টি করার কাজ, আমরা মঞ্চে উপস্থাপন করার পূর্বে যার কোন অস্তিত্বই ছিল না । এই জীবনটির

অত্যন্ত নায্য পাওনা হল এমন একটি হাত যা তাকে সযত্নে ধরে রাখবে, ভালবাসাময় একটি বুক যা তাকে আগলে রাখবে, একটি স্নেহার্দ্র হৃদয় যা তাকে সহমর্মীতায় ঘিরে রাখবে এবং একটি স্থৈর্য্যপূর্ণ চেতনা যা তাকে দেবে বেঁচে থাকার ও এগিয়ে চলার সব যৌক্তিকতা ।

এ আমার অতিরঞ্জিত কথা নয় যখন আমি বলছি যে আমরা মঞ্চে যা করি তা হল জীবনের স্বয়ংসিদ্ধ ক্রিয়া আর যার সৃষ্টি হয় শূন্য থেকে, ঠিক যেমন অন্ধকারে স্ফূলিঙ্গ ছড়ায় ভাস্বর অঙ্গার, রাতের আঁধারকে আলোকিত করে তার শীতলতা দূর করে দেয় উষ্ণতা দিয়ে । আমরা সেই জন যারা জীবনকে দিই তার দ্যুতি । আমরা সেই জন যারা তাকে দিই তার শরীর । আমরা সেই জন যারা তাকে করে তুলি প্রাণবন্ত ও সার্থক । এবং আমরা সেই জন যারা তাকে বোঝার জন্য সমস্ত যুক্তি প্রদান করি । আমরা সেই জন যারা শিল্পের আলোক দিয়ে সমস্ত অজ্ঞতা আর চরমবাদের আঁধারের মোকাবিলা করি । আমরা সেই জন যারা ধারন করেছি জীবনের মতবাদ, যেন জীবন পরিব্যাপ্ত হতে পারে এই পৃথিবীতে । তার জন্য, আমরা ঢেলে দিই আমাদের প্রচেষ্টা, সময়, স্বেদ, অশ্রু, রক্ত এবং সমস্ত স্নায়ু, এই মহিমান্বিত বক্তব্যের যোগ্যতা অর্জনে আমাদের যা কিছু করতে হয় তার সবটুকু, সত্য, শিব ও সুন্দরের মর্যাদা সুরক্ষিত রেখে এবং সর্বান্তঃকরণে এই বিশ্বাস রেখে, যে জীবনের যথার্থ প্রাপ্য হল তাকে যাপন করা ।

আমি আজ কথা বলছি আপনাদের উদ্দেশ্যে, শুধুমাত্র কথা বলার জন্য নয়, এমন কি সব শিল্পের জনক যে "নাটক", বিশ্ব দিবস উপলক্ষ্যে তার গরিমা উদযাপন করার জন্যও নয় । এ সবের ঊর্দ্ধে, আমি আপনাদের আহ্বান জানাই এক হয়ে দাঁড়াতে, আমাদের সবাইকে, হাতে হাত রেখে আর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, যাতে আমরা সর্ব্বোচ্চ উদ্দোষে নিয়ে যেতে পারি আমাদের কণ্ঠস্বর, যেমনটি আমরা করতে অভ্যস্ত আমাদের নাটকের মঞ্চে, আর আমাদের কথাগুলো বের করে আনতে পারি, যাতে সমগ্র বিশ্বের চেতনা জাগরিত হয়, যাতে আপনাদের নিজেদের ভেতর থেকে মানুষের সেই হারিয়ে যাওয়া সৌরভটিকে খুঁজে নিতে পারেন । মুক্ত, সহনশীল, স্নেহশীল, মরমী, স্থিরমতি আর গ্রহনশীল সেই মানুষটি । এবং যাতে আপনি বর্জন করতে পারেন নিষ্ঠুরতার এই কদর্য চিত্র, সাম্প্রদায়িকতা, রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব, পক্ষপাতদুষ্ট ভাবনা আর চরমপন্থা । এই পৃথিবীতে আর এই আকাশের নীচে মানুষ হেঁটেছে হাজার হাজার বছর, এবং সে হাঁটতেই থাকবে । অতএব, যুদ্ধ আর রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বের পঙ্ক থেকে মুক্ত করে দিন তার পা, আর তাকে আহ্বান করুন সেগুলিকে মঞ্চের দরজার বাইরে রেখে আসতে । হতেও পারে যে, আমাদের মানবতা, বর্তমানে যা দ্বিধায় তিমিরাচ্ছন্ন, আরও একবার হয়ে উঠবে একটি সুনির্দিষ্ট নিত্যতা, যেখানে আমরা গর্ব করার মতো সেই সত্যিকারের যোগ্যতা লাভ করব যে, আমরা সব মানুষ এবং আমরা সব মানবতার অর্ন্তভুক্ত ভ্রাতৃকুল ।

আমরা নাট্যকার, আমরা বহন করে চলি জ্ঞানের মশাল, সর্বপ্রথম অভিনেতাটি যেদিন সর্বপ্রথমবার সর্বপ্রথম মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেইদিনটি থেকে আমাদের লক্ষ্য হল সকলের পুরোভাগে থেকে অসুন্দর, বিক্ষত আর অমানবিক সমস্ত কিছুর সম্মুখীন হওয়া । আমরা তার সম্মুখীন হই যাবতীয় সুন্দর, শুদ্ধ আর মানুষ নিয়ে । আমাদের, কেবল আমাদেরই রয়েছে জীবন ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা । আসুন, আমরা একসাথে মিলে ছড়াতে থাকি এক বিশ্ব আর এক মানবতার জন্যে ।

সমিহা আইয়ুব

ইংরেজী সংস্করণ থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ঃ শুভ্রজ্যোতি শীল
নির্ঘোষ-নিক্বণ নাট্য দল, কৈলাশহর, ত্রিপুরা, ভারত
Translation from English version into Bengali : Subhrajyoti Sil
Nirghosh-Nikwan Drama Troop, Kailashahar, Tripura, India